কোন পথে আওয়ামী লীগ

সাত সাংগঠনিক সম্পাদক তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তুলতে চষে বেড়াচ্ছেন প্রত্যন্ত জনপদ। আগামী অক্টোবরের মধ্যেই আওয়ামী লীগ ঘর গুছিয়ে নিতে চায়। মধ্যবর্তী নির্বাচনের লক্ষ্যে যেতে চায় সরকার পতনের আন্দোলনে। দল কি প্রস্তুত কি এখন প্রস্তুত মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য... রিপোর্ট করেছেন **জয়ন্ত আচার্য**

তৃণমূল পর্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলতে আওয়ামী লীগ ব্যস্ত। সম্মেলনোত্তর আওয়ামী লীগ ক্রমেই নিজের ঘর গুছিয়ে নিচ্ছে। দলের সম্পাদকমন্ডলীর বৈঠক থেকে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব জেলা, থানা পর্যায়ের সম্মেলন শেষ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। চলছে অঙ্গ সংগঠনগুলোর সম্মেলনের প্রস্তুতি। দলের নির্ভরশীল সূত্র জানিয়েছে, আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে দলকে সম্পূর্ণভাবে গুছিয়ে আনা হবে। আগামী শীত মৌসুমে মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগ লাগাতার আন্দোলনে যাবে। তবে এই ছক বেঁধে পথচলা কতটুকু সফল হবে তা নিয়ে দলের ভেতর-বাইরে রয়েছে প্রশ্ন। কারণ ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীগ একটি নিষ্ক্রিয় সংগঠনে পরিণত হয়। অধিকাংশ জেলায় ৬/৭ বছর ধরে সম্মেলন হয়নি। অঙ্গ সংগঠনগুলোর হয়নি অর্ধযুগেও নেতৃত্বের বদল। ফলে নেতৃত্বের কোন্দল এখন তীব্র। জানা গেছে, সাত সাংগঠনিক সম্পাদক দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় এলাকায় গত চার মাস ধরে চষে বেড়িয়েছেন। আঞ্চলিক নেতৃত্বের কোন্দলের তীব্রতায় তারা অনেক জেলায় সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা করতে পারছেন না। অভিযোগ রয়েছে, অধিকতর তরুণ নেতৃত্বকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে জায়গা করে দেয়ায় ক্ষুব্ধ প্রবীণরা। তাদের অনেকেই সাংগঠনিক কার্যক্রমে দায়সারা গোছের আচরণ করছে। জনমনে প্রশ্ন রয়েছে, আওয়ামী লীগ শাসনামলের আঞ্চলিক গডফাদারদের আগামীতে দলে ভূমিকা নিয়েও। সর্বোপরি প্রশ্ন রয়েছে আন্দোলনের সফলতা নিয়ে। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বলছেন, জোট সরকারের দেশ পরিচালনায় সর্বাত্মক ব্যর্থতায় জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। চূড়ান্ত আন্দোলনে যেতে পারলে সরকার মধ্যবর্তী নির্বাচন দিতে বাধ্য হবে। তবে মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য দল এখনই প্রস্তুত কি না তা নিয়ে রয়েছে বিতর্ক।

আওয়ামী লীগ : কাউন্সিল উত্তর

দেশের অর্ধ শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পরিক্রমায় অধিকাংশ সময়ে আওয়ামী লীগ রাজপথে থেকেছে। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর ২১ বছর রাজপথে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করতে হয়েছে। '৯৬ সালে সফল আন্দোলনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতাসীন হয়ে পাঁচ বছরের মধ্যে অন্তঃসারশূন্য এক সংগঠনে আওয়ামী লীগ পরিণত হয়। সংগঠনের প্রতি নয়, নেতা-কর্মীরা ব্যস্ত থাকে ভাগ্য ফেরাতে। '৯৭ সালে দলের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হলেও নেতৃত্বের পরিবর্তন আসে না। ২০০০ সালে বর্ধিত কাউন্সিলে একজন ঠুঁটো জগন্নাথকে সাধারণ সম্পাদকে রেখে দেয়া হয়। সব অঙ্গ সংগঠন বিলুপ্ত হবার পথে চলে যায়। সাংগঠনিক দুর্বলতা দেখা দেয় সংসদ নির্বাচনী প্রচারে। নির্বাচনে ভরাডুবির পর দলীয় বিপর্যয় চরম আকার ধারণ করে। আওয়ামী লীগের ওপর

শাসক জোটের পরিকল্পিত নির্যাতন নেমে এসে। এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ন্যূনতম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। নেতা-কর্মীরা এলাকা থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। নেত্রী শেখ হাসিনা বিপর্যস্ত দলকে গোছানোর কাজে হাত দেন। কাউন্সিলের ঘোষণা দেন। ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে আওয়ামী লীগের আসে আমূল পরিবর্তন। সম্মেলনের পূর্বে সাপ্তাহিক ২০০০ 'বদলে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কাউন্সিলে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৩২ জন নতুনের আগমন ঘটে। নির্বাচন না হলেও, সমঝোতায় তুলনামূলক যোগ্য নেতৃত্ব আব্দুল জলিলকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়। তুলনামূলক তরুণ নেতৃত্ব ওবায়দুল কাদের, সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এমপি, মুকুল বোসকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়। আওয়ামী লীগের ইতিহাসে এ কাউন্সিলের মাধ্যমে আসে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন।

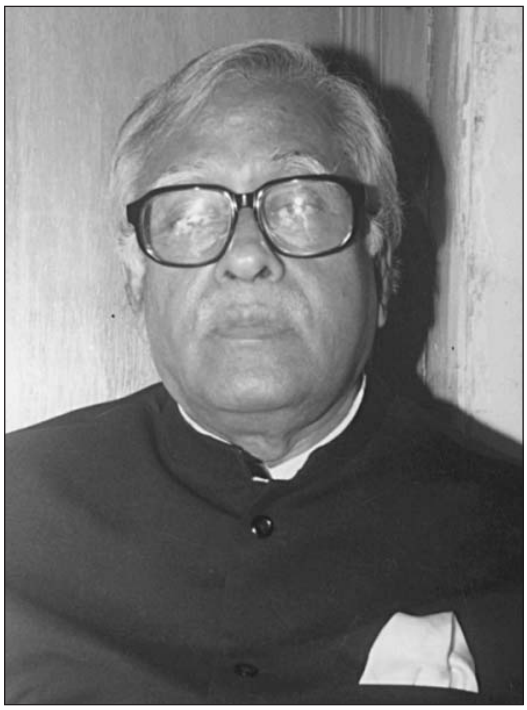

'পহেলা অক্টোবরের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা জোট সরকারের নির্যাতনের কারণে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। সাংগঠনিক সম্পাদকদের তৎপরতায় ঘর ছাড়া নেতা-কর্মীরা এখন এলাকায় ফিরে গেছে। আমরা সংগঠনকে সুসংগঠিত করছি। বৃহত্তর আন্দোলনের মাধ্যমে জোট সরকারকে মধ্যবর্তী নির্বাচন দিতে বাধ্য করবো। মুক্তিযুদ্ধের শক্তির ঐক্যের উদ্যোগ থেমে যায়নি'

আব্দুল জলিল

সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামী লীগ

কাউন্সিলের পর কেটে গেছে পাঁচ মাস। প্রশ্ন উঠেছে, আওয়ামী লীগ কি সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কাউন্সিলের পর আওয়ামী লীগের ভেতরে বড় ধরনের কোনো মেরুকরণ হয়নি। তবে সাধারণ সম্পাদক প্রত্যাশী প্রবীণ অনেক নেতা আব্দুল জলিল সাধারণ সম্পাদক হওয়ায় এখনও ক্ষুব্ধ। বেশ কয়েকজন প্রবীণ নেতা প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু বেশ হতাশ বলে তার নিকটজনরা জানিয়েছেন। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম দল ও পারিবারিক কারণে বেশ বিপর্যস্ত। দলের সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়ছে। একই পরিণতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সাইয়িদের। তবে তোফায়েল আহমেদ দলে আবারও শক্ত অবস্থান করে নিচ্ছেন। আব্দুর রাজ্জাক আসছেন নিয়মিত কার্যক্রমে। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, শেখ সেলিম, মতিয়া চৌধুরীর দলে ভিত বেশ ভালো। তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত তুলনামূলক কয়েকজন নবীনদের গা ছাড়া ভাব নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সাবেক ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান না পেয়ে হতাশ। এখন অঙ্গ সংগঠনগুলোতে সম্মেলনের মাধ্যমে স্থান করে নিতে অনেকেই বেশ তৎপর। দলে ইনটেলেকচুয়াল বলে পরিচিত উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য শাহ এএমএস কিবরিয়া, আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এএসএইচকে সাদেক, সাংগঠনিক সম্পাদক সাবের হোসেন চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক আসাদুজ্জামান নূরের কর্নেল (অবঃ) ফারুক খান অবস্থা বেশ শক্ত। দলের নীতি-নির্ধারণীতে তারা রাখছে বেশ ভূমিকা। জানা গেছে, দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তাদের কথায় বেশ গুরুত্ব দিচ্ছেন। দলীয় সূত্র জানিয়েছে, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল কেন্দ্রীয় কমিটির সবাইকে সঙ্গে নিয়েই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাচ্ছেন। প্রতি মাসেই সম্পাদকমন্ডলীর সভা করছেন। প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন। জানা গেছে, ইতিমধ্যে সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যরা তাদের আগামী দিনের পরিকল্পনা সাধারণ সম্পাদকের কাছে জমা দিয়েছেন।

'আওয়ামী লীগ একটি মালটিক্লাস অর্গানাইজেশন। এটা কোনো মনোলিথিক পার্টি নয়। এখানে সমস্যা থাকতে পারে। আপনি যদি ফেনীর কথা বলতে চান, ফেনীতে এখন কতজন গডফাদার। এখন তো মন্ত্রী, এমপিরাই গডফাদার। আমি মনে করি আমরা যে ভুল করেছি তা সংশোধনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসবো'

ওবায়দুল কাদের

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগের শিল্পবিষয়ক সম্পাদক কর্নেল (অবঃ) ফারুক খান ২০০০কে বলেন, 'আমাদের আগামী দিনের কার্যক্রম কি করবো, এ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা জমা দিতে বলা হয়। আমরা এ দায়িত্ব পালন করছি। সঠিক দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ

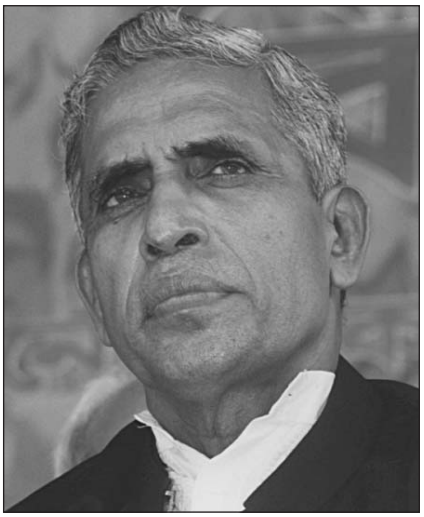
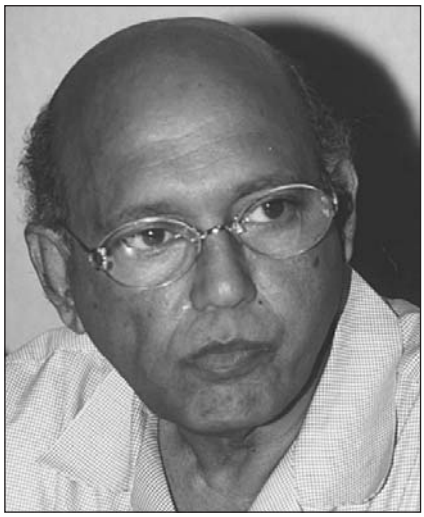

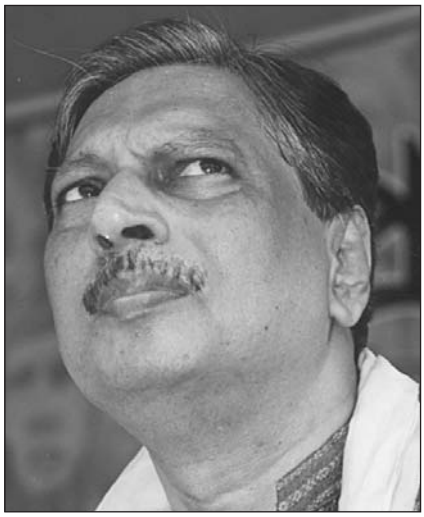

প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু বেশ হতাশ বলে তার নিকটজনরা জানিয়েছেন। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম দল ও পারিবারিক কারণে বেশ বিপর্যস্ত। দলের সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়ছে। একই পরিণতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সাইয়িদের। তবে তোফায়েল আহমেদ দলে আবারও শক্ত অবস্থান করে নিচ্ছেন

সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দল প্রস্তুত হচ্ছে।'

অক্টোবরের মধ্যে দল গোছানো

আওয়ামী লীগের সাত সাংগঠনিক সম্পাদক গত চার মাস তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগগুলোতে অনবরত কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। তারা দলীয় কোন্দল মিটিয়ে ফেলে আঞ্চলিকভাবে দলকে সংগঠিত করার চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে কুড়িগ্রামে কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমে জেলা নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়েছে। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে হবিগঞ্জে।

সাংগঠনিক সম্পাদক সুলতান মোহাম্মদ মনসুর বৃহত্তর রংপুর এলাকায় দায়িত্বে রয়েছেন। জানা গেছে, তার এলাকায় নেতৃত্বের কোন্দল তুলনামূলক কম। সাংগঠনিক কার্যক্রম প্রসঙ্গে সুলতান মোহাম্মদ মনসুর ২০০০কে বলেন, 'সারা দেশকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করে সাত সাংগঠনিক সম্পাদককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমি বৃহত্তর রংপুরের দায়িত্ব পালন করছি। এখানে ৮টি জেলা রয়েছে। আমি জেলা ও থানা পর্যায়ের দলকে সুসংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করছি। আমরা চেষ্টা করছি দলীয় নেতা-কর্মীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নেতৃত্বকে সম্মেলনের মাধ্যমে জেলার দায়িত্ব দেয়ার। যুগোপযোগী নেতৃত্ব নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়ে আসতে চাই'। তিনি বলেন, 'আমরা জুন মাসের মধ্যে সম্মেলন শেষ করতে চাই। আশা করি জুন মাসের মধ্যে অধিকাংশ জেলার সম্মেলন শেষ হয়ে যাবে'। তৃণমূল পর্যায়ে নেতা-কর্মীরা মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে? এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এ সরকার দেশ পরিচালনায় সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। সন্ত্রাস, খুন, রাহাজানি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে জনগণের নাভিশ্বাস উঠছে। ১৪ মাসের মাথায় সংসদীয় সরকার সেনাবাহিনীকে দিয়ে ক্লিন হার্ট অপসারণ করে নিজের পতন নিজেই ডেকে এনেছে। সেনাবাহিনী নামানোর মধ্য দিয়েই প্রধানমন্ত্রী প্রমাণ করেছে, সরকার দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ। এমন এক ব্যর্থ সরকারের জনগণ পদত্যাগ চায়। এ কারণে মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছে।' দলীয় কার্যক্রম প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল ২০০০কে বলেন, 'আমরা দায়িত্ব পাবার পর সাতজন সাংগঠনিক সম্পাদককে দেশের সাতটি অঞ্চলের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারা অত্যন্ত পরিশ্রম করছে। তারা গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সব মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে সম্মেলনে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচন করার। আমরা মনে করি আমরা যে কৌশল নিয়েছি, সে কৌশল সফল। কর্মীদের মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার হয়েছে। এটাই আমাদের মূল অর্জন।' তিনি বলেন, 'পহেলা অক্টোবরের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা জোট সরকারের নির্যাতনের কারণে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। সাংগঠনিক সম্পাদকদের তৎপরতায় ঘর ছাড়া নেতা-কর্মীরা এখন এলাকায় ফিরে

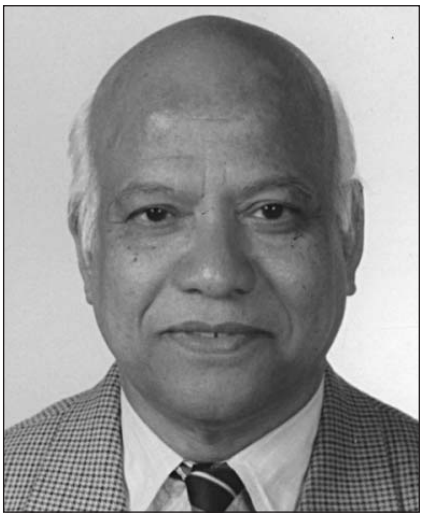
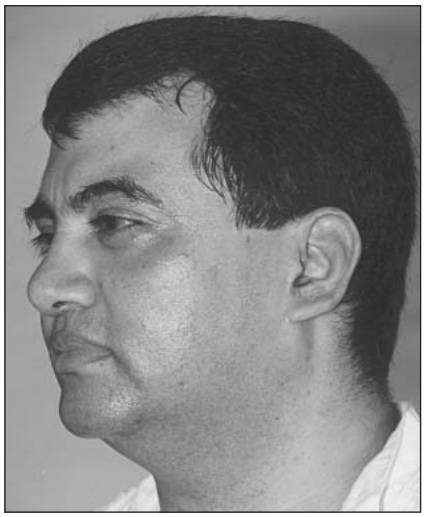
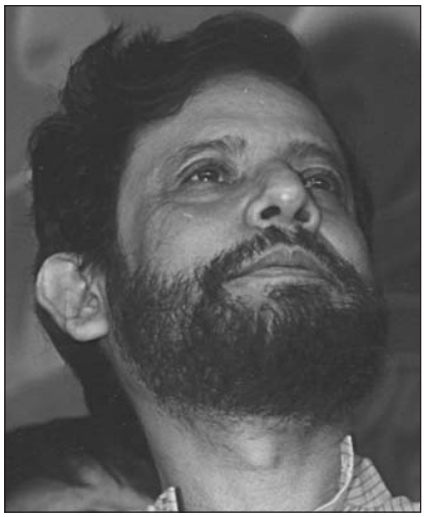

দলে ইনটেলেকচুয়াল বলে পরিচিত উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য শাহ এএমএস কিবরিয়া, আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এএসএইচকে সাদেক, সাংগঠনিক সম্পাদক সাবের হোসেন চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক আসাদুজ্জামান নূরের কর্নেল (অবঃ) ফারুক খান অবস্থা বেশ শক্ত। দলের নীতি-নির্ধারণীতে তারা রাখছে বেশ ভূমিকা। জানা গেছে, দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তাদের কথায় বেশ গুরুত্ব দিচ্ছেন

গেছে। আমরা সংগঠনকে সুসংগঠিত করছি। বৃহত্তর আন্দোলনের মাধ্যমে জোট সরকারকে মধ্যবর্তী নির্বাচন দিতে বাধ্য করবো।' আন্দোলনে না নেমেই মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবি করছেন কেন? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'মাঠের আন্দোলনের জন্যই আমরা প্রস্তুত করছি। আমরা সংগঠনকে সুসংগঠিত করছি। জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে তাই সুসংগঠিত নেতা-কর্মীরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আগামীতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবে। যাতে জোট সরকার মুখ থুবড়ে পড়ে। আন্দোলনে নেমে আমরা পিছপা হবো না।' মুক্তিযুদ্ধের শক্তির ঐক্যের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ঐক্যের উদ্যোগ থেমে যায়নি। অনেকেই ঐকমত্যের দিকে আসছে। এই অগ্রগতিকে আমরা বৃহত্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগিয়ে নিতে চাই। প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হলেই ঘোষণা দেয়া হবে'।

অঙ্গ সংগঠন : চলছে সম্মেলনের প্রস্তুতি

আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনগুলোর চলছে সম্মেলনের প্রস্তুতি। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে নেতৃত্বের লড়াই শুরু হয়েছে। তবে অঙ্গ সংগঠনের নেতৃত্বে খুব বেশি পরিবর্তন আসবে না বলে জানা গেছে। অর্ধ যুগ আগে গঠিত হয়েছিল ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে মহানগর নেতারা সক্রিয়। জানা গেছে, ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের স্বপদে থাকছেন সাবেক মেয়র মোঃ হানিফ। তবে সাধারণ সম্পাদক পদে পরিবর্তন আসতে পারে। ক্ষমতায় থাকাকালীন নানা কারণে মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীর বিক্রম বিতর্কিত হন। এ কারণে এ জায়গায় হাজী সেলিম আসতে পারেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে মহানগর আওয়ামী লীগের এবিএম ইকবাল, কামাল মজুমদার, মকবুল হোসেন আসবেন বলে জানা গেছে। কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে নতুন নেতৃত্বে আসবেন আহসানুল্লাহ মাস্টার, শাহজাহান খান, রায় রমেশ চন্দ্রের মধ্যে শ্রমিক লীগের নেতৃত্বের দখলে চলছে ঠান্ডা লড়াই। স্বেচ্ছাসেবক লীগে চলছে তীব্র প্রতিযোগিতা। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের দাবিদার বাহাউদ্দীন নাসিম, সাবেক ছাত্রনেতা পঙ্কজ নাথ, অধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান। আট বছর পর অর্থাৎ আগামী ১১ জুন অনুষ্ঠিত হবে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন। দশ বছর আগে গঠিত হয়েছে মহিলা আওয়ামী লীগ। বর্তমানে সংগঠনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়াই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। তবে সম্মেলনের তারিখ ঘোষণার পর মহিলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মহিলা আওয়ামী লীগ ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল সফল করতে বিভিন্ন স্থানে সমাবেশ করছে। আইভি রহমানই মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী থাকতে পারেন। সাধারণ সম্পাদকের জায়গায় আসতে পারে পরিবর্তন। এক বছর আগে গঠিত যুব মহিলা লীগও এখন বেশ সক্রিয়। কৃষক লীগের তৃণমূল পর্যায় সংগঠন থাকলেও, নিয়মিত সম্মেলন না হওয়ায় সাংগঠনিকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। হারুনার রশিদ হাওলাদার, শওকত মমিন শাহজাহান কৃষক লীগের

আব্দুর রাজ্জাক আসছেন নিয়মিত কার্যক্রমে। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, শেখ সেলিম, মতিয়া চৌধুরীর দলে ভিত বেশ ভালো। তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত তুলনামূলক কয়েকজন নবীনদের গা ছাড়া ভাব নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে

নেতৃত্বে আসছেন বলে জানা যায়।

অঙ্গ সংগঠনগুলোর কাউন্সিলকে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউস্থ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পদ প্রত্যাশী নেতাদের ভিড়। চলছে কেন্দ্রীয় নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা।

সম্মেলনোত্তর ছাত্রলীগ এখন চাঙ্গা। টুঙ্গিপাড়া কর্মশালা সংগঠনে নতুন গতি এনে দিয়েছে। ইতিমধ্যে ৫৩টি জেলা কমিটির সম্মেলন শেষ হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি লিয়াকত শিকদার জানিয়েছেন, জুন মাসের মধ্যেই সমস্ত জেলা সম্মেলন শেষ হবে।

আওয়ামী লীগ কোন পথে

আওয়ামী লীগ এখন আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মধ্যবর্তী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় যেতে চায়। অথচ আওয়ামী লীগ যেসব কারণে পরাজিত হল তার সুরাহা করছে না। ফেনীর জয়নাল হাজারী সম্পর্কে আওয়ামী লীগ এখনও কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। তাকে সরিয়ে এখানে একজন ভারপ্রাপ্ত সভাপতির ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। জয়নাল হাজারী ২০০০কে বলেছেন, 'দলীয় দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না বলেই ফেনীতে একজন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি করা হয়েছে। আমিই এখন দল দেখাশোনা করছি'। কমিটি ভেঙে দিলেও শামীম ওসমানকে নিয়ে দল এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। সাবেক চিফ হুইপ হাসানাত আবদুল্লাহ, তাহেরদের অবস্থান কি হবে তা নিয়ে জনমনে সংশয় রয়েছে। পর্যবেক্ষকরা মনে করে আন্দোলনে যাবার আগেই জাতির সামনে এসব প্রশ্নের সমাধান হওয়া প্রয়োজন। আওয়ামী লীগের এক নম্বর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ প্রসঙ্গে ২০০০কে বলেন, 'দীর্ঘদিন সামরিক-আধাসামরিক শাসন ব্যবস্থায় দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছিল। সন্ত্রাসকে রাজনীতিকরণ করা হয়েছে। এমন এক পরিস্থিতিতে আমরা দীর্ঘদিন পর ক্ষমতায় এসেছিলাম'। তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ একটি মালটিক্লাস অর্গানাইজেশন। এটা কোনো মনোলিথিক পার্টি নয়। এখানে সমস্যা থাকতে পারে। আপনি যদি ফেনীর কথা বলতে চান, ফেনীতে এখন কতজন গডফাদার। এখন তো মন্ত্রী, এমপিরাই গডফাদার। আমি মনে করি আমরা যে ভুল করেছি তা সংশোধনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসবো। নবীন-প্রবীণদের বিরোধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'পার্টিতে নবীন-প্রবীণদের কোনো বিরোধ নেই। তারা আমাদের উৎসাহ দিচ্ছেন। সাহস যোগাচ্ছেন'। তিনি বলেন, 'অপেক্ষাকৃত তরুণদের পার্টিতে প্রাধান্য দেয়ার ফলে দলে গতিশীলতা এসেছে'।

তবে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী শঙ্কিত দলীয় নেত্রীকে নিয়ে। তারা মনে করেন, দলীয় নেত্রী কি বক্তব্য দেবেন, কখন দেবেন। এ ব্যাপারে সুষ্ঠু একটি গাইড লাইন তাকে দলীয় উপদেষ্টামন্ডলীর দেয়া প্রয়োজন। জাতির সামনে তার উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরার জন্য একটি কার্যক্রম থাকা প্রয়োজন। কারণ আওয়ামী লীগ আবর্তিত হয় দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে ঘিরে। তার সকল দায়ভার সমস্ত পার্টিকে বহন করতে হয়।

আওয়ামী লীগের মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবি ইতিমধ্যে সরকারকে ভাবিয়ে তুলছে। দলে গতি এসেছে। তবে চূড়ান্ত আন্দোলনে যাবার আগে আওয়ামী লীগকে হিসাব কষতে হবে। আন্দোলনে ব্যর্থতায় আত্মঘাতী হয়ে উঠতে পারে। সফলতা ঘরে পৌঁছানো সম্ভব হবে কিনা। ভাবতে হবে বিশ্ব রাজনীতির বর্তমান সমীকরণ। সর্বোপরি জনগণের মতামত।

'রাহাজানি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে জনগণের নাভিশ্বাস উঠছে। ১৪ মাসের মাথায় সংসদীয় সরকার সেনাবাহিনীকে দিয়ে ক্লিন হার্ট অপসারণ করে নিজের পতন নিজেই ডেকে এনেছে। সেনাবাহিনী নামানোর মধ্য দিয়েই প্রধানমন্ত্রী প্রমাণ করেছে, সরকার দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ। এমন এক ব্যর্থ সরকারের জনগণ পদত্যাগ চায়। এ কারণে মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছে'

সুলতান মোহাম্মদ মনসুর
সাংগঠনিক সম্পাদক, আওয়ামী লীগ